

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বিএফআরআই এর বার্ষিক রিভিউ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিএফআরআই অডিটোরিয়ামে গত ০৩-০৪ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. তারিখ বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ এবং গবেষণা কর্মসূচী ২০১৫-১৬ বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. শাহীন আক্তার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আজাদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্ট সায়েন্সেস (ইফেসকো), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথিগণের মধ্যে ছিলেন ফরেস্ট্রি বিষয়ক অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, কৃষি বিজ্ঞানী ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার



বিএফআরআই এ রিভিউ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

সাংবাদিকবৃন্দ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ভোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সরকারের জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড হতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করতঃ গবেষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও সময়মত পদোন্নতির উপর জোর দেন।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ত্রিশ বছর পূর্বের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণা কর্মকালকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি উন্নত বিশ্বের উদাহরণ টেনে বলেন, ঐ সকল দেশের উন্নতির মূলে বড় দু'টি বিষয় হলো শিক্ষা ও গবেষণা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে এ দুটো খাতই চরমভাবে অবহেলিত। ড. শাহীন আক্তার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান শূন্য পদ পূরনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানান। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ সিস্টেম (নার্স) এর অধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বিএআরসি এর মধ্যস্থতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্প্রসারণ করতে পারে।

উক্ত কর্মশালায় ৪টি কারিগরি সেশনে বিএফআরআই এর ১৭ টি গবেষণা বিভাগের অধীন ৫০টি চলমান গবেষণা স্টাডির অগ্রগতি এবং ১১টি নতুন গৃহীত স্টাডির কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। কর্মশালায় সেশন চেয়ার পার্সনের দায়িত্ব পালন করেন ড. মোহাম্মদ শাহজাহান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (বন), বিএআরসি ঢাকা; অধ্যাপক ড. খালেদ মিজবাহউজ্জামান, পরিচালক, ইফেসকো, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, অধ্যাপক (অব.) রসায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন, অধ্যাপক, ইফেসকো, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সুনামগঞ্জে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম।

২য় পৃষ্ঠায়....

কর্মশালায় উক্ত জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার



সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক অনুষ্ঠিত কর্মশালা প্রতিনিধি, নার্সারি, ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি; জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এবং বিভিন্ন এনজিও এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্যা ও ড. ডেইজী বিশ্বাস বন ব্যবস্থাপনা উইং ও বনজ সম্পদ উইং এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন এবং মাঠ পর্যায়ে উহা বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

Challenges in Mitigation Problem in Forestry in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিএফআরআই অডিটোরিয়ামে ৪-৫ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখ "Challenges in Mitigation Problem in Forestry in Bangladesh" বিষয়ক দুই দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত



Challenges in Mitigation Problem in Forestry in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল জলিল মন্ডল, বিপিএম ও প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন ড. এএফএম আখতারুজ্জামান, প্রাক্তন পরিচালক, বিএফআরআই। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ড. শাহীন আক্তার, পরিচালক, বিএফআরআই। উক্ত কর্মশালায় মাধ্যমে বন বিষয়ক সমস্যা মোকাবিলায় গবেষণা প্রস্তাবনা ও গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালাটি উদ্বোধন পূর্বক প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় এবং বন বিষয়ক গবেষণায় আরও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে গবেষকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বিএফআরআই এর আওতায় বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের স্থাপনাসমূহ রক্ষায় আইনশৃংখলা বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেন। পরিশেষে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়তার উপর গুরুত্ব দেন। পরিশেষে সিএমপি কমিশনারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বিএফআরআই ক্যাম্পাসের আইন শৃংখলা বজায় রাখতে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাঁশের যোজিত পণ্য তৈরি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাঁশের যোজিত পণ্য তৈরি বিষয়ক কর্মশালা ২ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রি. তারিখ দিনব্যাপী খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কমলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বনজ সম্পদ উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. খুরশীদ আকতার সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সুপন খীসা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব সুমিনা চাকমা, পরিচালক, CMT International Human Co-existence ও উপদেষ্টা জনাব দিপালো দেওয়ান চাকমা এবং জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারী কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাগণ।



কমলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স এ অনুষ্ঠিত বাঁশের যোজিত পণ্য বিষয়ক কর্মশালা কর্মশালায় বাঁশের যোজিত পণ্য তৈরি বিষয়ক ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শিত হয়। উপস্থিত সকলেই বিএফআরআই এর বাঁশের যোজিত পণ্য তৈরি বিষয়ক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

৩য় পৃষ্ঠায়....

বড় বাগডাশ একটি বিপন্ন বন্যপ্রাণী

বিএফআরআই এর পরিচালক ড. শাহীন আক্তার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি. তারিখ ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে নিশাচর বন্যপ্রাণী জরিপ গবেষণা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন নিশাচর বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। যার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নিশাচর প্রাণীটি হচ্ছে “উলুবনের রাজা” বড় বাগডাশ বা বড় খাটাশ (Large Indian Civet) যার বৈজ্ঞানিক নাম *Viverra zibetha*।



ক্যামেরা ট্র্যাপিং এ প্রাপ্ত বড় বাগডাশের ছবি

সুন্দরবন ও উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ অঞ্চল এবং রামসাগর জাতীয় উদ্যান ছাড়াও দেশের সর্বত্রই এদের চোখে পরলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এরা আবাসভূমি হারাচ্ছে। এছাড়া মানব কর্তৃক হাঁস-মুরগী, ছাগল-ভেড়ার বাচ্চা বাঁচানোর জন্য ব্যাপক নিধনের জন্যই এরা IUCN এর বিপন্ন বন্যপ্রাণীর তালিকায় স্থান পেয়েছে। উক্ত প্রাণীর শরীরের রং গাঢ় ধূসর বা বাদামি বর্ণের, পিঠ থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বা কালো রেখা ও গলায় ডোরাকাটা দাগ রয়েছে। দুই পাশে ও পেছনের দিকে ফুটকি দাগ রয়েছে। ঘাড়ের রয়েছে কয়েকটি আড়াআড়ি দাগ এবং লেজে ৬টি সাদা বেড় রয়েছে। মাথাসহ এদের দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯২ সে. মি. এবং লেজ প্রায় ৪৩ সে. মি.। পূর্ণ বয়স্ক একটি বড় বাগডাশের ওজন ৫ থেকে ১১ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পুরুষেরা নারীর চেয়ে সামান্য বড় হয়। এরা গর্ত, পাথরের নিচে কিংবা উঁচু ঘাস ও ঝোপঝাড়ের তলায় থাকে। সাধারণত মে-জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে তিনটি করে বাচ্চা প্রসব করে। ঘন বনের চেয়ে নিবিড় তৃণভূমি এদের বেশি পছন্দ। এরা সাধারণত মাংসাশী প্রাণী যেমনঃ ব্যাঙ, সাপ, ছোট স্তন্যপায়ী, ছোট পাখি এবং মুরগি শিকার করে। এছাড়া বিভিন্ন ফল, শিকড়, ডিম, মাছ ও কাঁকড়া খেতে পারে।

ইঁদুর, কীটপতঙ্গ ও সেগুলোর লার্ভা এবং অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী খেয়ে কৃষি, কৃষক তথা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

এটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২ এর তফসিল-১ এর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রাণীটি ধরা, মারা বা শিকার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একসময় আমাদের এই দেশ বন্যপ্রাণীতে সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু গত ১০০ বছরে আমরা অনেক বন্যপ্রাণী হারিয়ে ফেলেছি। আর বিপন্ন বন্যপ্রাণীর তালিকাও প্রতিনিয়ত দীর্ঘতর হচ্ছে। প্রাণী যত ক্ষুদ্রই হোক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তার অবদান রয়েছে। এই বিশাল প্রাণিজগতকে উপেক্ষা করে মানবজাতি বেঁচে থাকতে পারবে না। তাই নিজেদের স্বার্থেই এদের রক্ষা করতে হবে।

উৎসঃ বন্যপ্রাণী পাখা

বন রক্ষণ বিভাগের গবেষকদের চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগের পোকাক্রান্ত ঝাউ বাগান পরিদর্শন

উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রামের আওতায় মহেশখালীর গোরকঘাটা রেঞ্জের সোনাদিয়া বিটের পোকাক্রান্ত ঝাউ বাগান সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি. তারিখ বন রক্ষণ বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ড. মো.আহসানুর রহমান এবং রিসার্চ অফিসার জনাব মো. জুনায়েদ উক্ত বাগান পরিদর্শন করেন।

পর্যবেক্ষণঃ বন বিভাগের তথ্যমতে ঝাউ বাগানটি "Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation" প্রকল্পের আওতায় গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রায় ২০ হেক্টর জায়গায় সমুদ্রতটের বালিতে সৃজনকৃত। এটি একক প্রজাতির বৃক্ষের প্রায় ৫০ হাজার বৃক্ষের ঝাউ



পোকার লার্ভা/শুক কীট



পূর্ণাঙ্গ পোকা



ব্যাগওয়ার্ম/থলে পোকা

বাগান। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় উক্ত বৃক্ষগুলো Lepidoptera বর্গের দুই প্রজাতির পোকা দ্বারা আক্রান্ত। যার একটি কান্ড ছিদ্রকারী পোকা *Zeuzera conferata* এবং অন্যটি পাতাভোজী পোকা বা ব্যাগওয়ার্ম *Cryptothelea crameri*। কান্ড ছিদ্রকারী পোকার লার্ভা আক্রান্ত গাছের বাকলের নিচের কাঠল অংশ খেয়ে ফেলায় গাছ সামান্য বাতাসেই ভেঙ্গে পড়ছে এবং মারা যাচ্ছে। ব্যাগওয়ার্ম বা থলে পোকার লার্ভা তাদের মুখ নিঃসৃত লালা, গাছের পাতা, বাকল এবং ডাল পালা দিয়ে এক ধরণের

৪র্থ পৃষ্ঠায়....

নিরাপত্তামূলক ব্যাগ তৈরি করে এর ভিতরে বসবাস করে। লার্ভা ব্যাগ বা থলে হতে বের হয়ে গাছের পাতা, কচি ডাল ও নরম বাকল খাওয়ায় গাছ দুর্বল হয়ে পড়ছে। কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকাকার স্ত্রী মথ গাছের গোড়ায় বাকলে ৭৫০-৭৭০টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে ১৫-২০ দিন পর লার্ভা বের হয়। লার্ভা থেকে পিউপাতে রূপান্তরিত হতে ৬০-১৩০ দিন সময় লাগে। পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হতে চার সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগে। ব্যাগওয়ার্ম বা থলে পোকাকার স্ত্রী মথ ১৫০-২০০ টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। ডিম থেকে লার্ভা বের হতে সময় লাগে ২২-২৫ দিন। লার্ভা ১-২.৫ মি.মি. পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। লার্ভা হতে পিউপাতে রূপান্তরিত হতে সময় লাগে ৫০-৬০ দিন। পিউপা জীবন চক্রের একটা সুগ্ভাবস্থা। পিউপা অবস্থায় কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। পিউপা হতে পূর্ণাঙ্গ মথের পরিবর্তন হতে সময় নেয় ১৭-২০ দিন। ডিম থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ মথের পরিণত হতে প্রায় ৩ মাস সময় লাগে। বছরে এ পোকাকার চারটি প্রজন্ম হতে পারে।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকাকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাঃ আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে এবং পোকাকার পূর্ণাঙ্গ মথ সংগ্রহ করতঃ ধ্বংস করে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া পতঙ্গভোজী পাখি পোকাকার লার্ভা খায় তাই বাগানে পাখি বসাকে উৎসাহিত করতে হবে। আক্রান্ত বাগানে যে কোন সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক যেমন Cymbush/Ambush/Ripcord 10EC ১-১.৫ ml/L পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ২/৩ বার ঔষধ প্রয়োগ করলে পোকা নিয়ন্ত্রিত হবে।

ব্যাগওয়ার্ম পোকাকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাঃ ব্যাগওয়ার্ম বা থলে পোকাগুলো হাত দিয়ে সংগ্রহ করে আঙনে পুড়ে বা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে যেকোন প্রকার পাকস্থলি বিষ যেমন মেলাথিয়ন ৫৭ ইসি/ ডায়াজিনন ৬০ ইসি কীটনাশক ২/৩ মিলি লিটার হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বাগানে প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে ৭ দিন অন্তর-অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রিত হবে।

বিএফআরআই এবং এলজিইডি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ও স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এ উক্ত অধিদপ্তরের সাথে গত ২৩ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত স্মারকে স্বাক্ষর করেন স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং বিএফআরআই এর পক্ষে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. শাহীন আক্তার। চুক্তি

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার, প্রকল্প পরিচালক, Haor Infrastructure and Livelihoods Improvement Project (HILIP), ঢাকা ও ড. খুরশীদ আকতার, মূখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ও আহবায়ক, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিট, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম। চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য ছিল বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বন বিষয়ক প্রযুক্তিসমূহ সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওড় এলাকায় বসবাসরত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন।

Training of Trainers (ToT) on Village Forestry শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বন বিষয়ক প্রযুক্তিসমূহ দেশের হাওড় অঞ্চলে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ২৩-২৬ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে “Training of Trainers (ToT) on Village Forestry” শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিএফআরআই এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উন্নতমানের বীজ ও চারা উৎপাদন কৌশল, নার্সারি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, ভেষজ উদ্ভিদের চাষাবাদ ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি-কলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উত্তোলন কৌশল, বাঁশ চাষ, বাঁশের মড়ক দমন ও বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাত্ত্বিক এবং নার্সারিতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



Training of Trainers on Village Forestry বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান

প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বিএফআরআই এর পরিচালক ড. শাহীন আক্তার প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান হাওড়বাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহারের উপর আহবান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে

৫ম পৃষ্ঠায়....

বক্তব্য রাখেন এলজিইডি, চট্টগ্রাম জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব শাহ আলমগীর। তাঁর বক্তব্যে তিনি “Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project” (HILIP) এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে হতে Livelihood এর Coordinator মিসেস জয়শ্রী দেবী ও কৃষক প্রতিনিধি জনাব নুরনুন্নাহ আখতার বক্তব্য রাখেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

সিন্দুরিঃ ভেষজ গুণসম্পন্ন অর্থকরী উদ্ভিদ

সিন্দুরি Bixaceae পরিবারভুক্ত ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Bixa orellana* ধারণা করা হয় পর্তুগীজ শব্দ “biche” থেকে Bixa এবং আমাজন বনের আবিষ্কারক Francisco de Orellano এর নামের শেষ অংশ orellano এর সহযোগে *Bixa orellana* নামকরণ করা হয়েছে।



সিন্দুরির অপরিপক্ক ফল

সিন্দুরির পরিপক্ক ফল

সিন্দুরির আদি নিবাস মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। সেখানে এটি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। নিরক্ষীয় অঞ্চল এবং ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এই উদ্ভিদ পাওয়া যায়। আদি নিবাসে এটি Annatto নামে পরিচিত। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে এটি achiotte, urcumá, bija, jafara, onoto, ruku ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এই উদ্ভিদটি বেশি দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য অঞ্চলেও বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়। এই সব অঞ্চলে এটি রং গাছ নামে পরিচিত। গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের নার্সারি ও হিংগলি বন গবেষণা কেন্দ্রে সিন্দুরির পরীক্ষামূলক গবেষণা প্রট রয়েছে।

সিন্দুরি বৃক্ষ সাধারণত ৫-৮ মিটার লম্বা হয়। ফুল গোলাপি আভাযুক্ত সাদা বর্ণের। ফল ছোট ছোট কর্কশ লোম দ্বারা আবৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতির এবং অপরিপক্ক অবস্থায় সবুজ বর্ণের হয়। পরিপক্ক ফল উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়। প্রতিটি শাখার অগ্রভাগে গুচ্ছাকারে অনেকগুলো ফল হয়। ফল পাকলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদ লাল রঙে ছেয়ে যায়। প্রতিটি ফলে প্রায় ৪০-৫০টি বীজ থাকে। প্রতিটি বীজ লাল আর্শ (Pulp) দ্বারা আবৃত থাকে যা মূলত কমলা-হলুদ রংয়ের উৎস। প্রতিটি গাছ থেকে প্রায় ২৫০-২৭০ কে.জি. বীজ পাওয়া যায়। সিন্দুরির বীজ, পাতা, কাণ্ড, মূল, বাকল বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত

হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের আদিবাসীরা সিন্দুরির বীজ দিয়ে দেহ এবং কাপড় রং করার কাজে ব্যবহার করে। বীজ গুঁড়া করে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়, তারপর পানি বাষ্পায়িত করা হলে নিচে উজ্জ্বল রঙের পেস্ট জমা হয়, যা পরবর্তিতে রং হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মূলত মায়া সভ্যতার লোকজন দেহে বিভিন্ন অংকন করার জন্য, খাবার, হস্তশিল্প, মূর্তি রং করার জন্য সিন্দুরির বীজ ব্যবহার করত। এছাড়াও বার্শিশ, সাবান, কসমেটিক তৈরিতে সিন্দুরি বীজ ব্যবহৃত হয়। খাদ্যশিল্পে মাখন, মিয়োনিজ, সস, সসেজ, স্যুপ, জুস, আইসক্রীম, বেকারি খাদ্য, ম্যাকারনি, চীজ, মারজারিন (প্রাণি বা উদ্ভিদ চর্বি থেকে প্রস্তুত মাখন) ইত্যাদি তৈরি করতে সিন্দুরির বীজ ব্যবহার করা হয়।

সিন্দুরির বিভিন্ন অংশ ভেষজ ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাণ্ডের অগ্রভাগ এবং কচি পাতা গনোরিয়া, আমাশয় এবং জন্ডিস নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। পাতার রস কোলেস্টেরল কমায়ে এবং যকৃতকে রক্ষা করে। মসলাযুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে যে বদহজম হয় পাতা এবং বীজের রস তা দূর করে। সদ্য জন্মানো বাচ্চার বুকে কফ জমলে ফুলের কুথ (Infusion) খাওয়ালে কাশির উপশম হয়। পাকস্থলীর পীড়ায় পাতার রস খেলে উপকার পাওয়া যায়। আমাজনের কিছু এলাকায় সাপ কামড়ালে পাতার রস চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। ফলের নির্যাস তুকে মাখলে পোকামাকড় বসে না এবং তুকে অতিবেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা করে। তুকের সুস্থতায় এটি টনিক হিসেবে কাজ করে। পাতার রস মূত্রতন্ত্রের কার্যপ্রণালী সক্রিয় করে। পাতায় Bixin এবং Norbixin নামক ক্যারোটিন রয়েছে যা টিউমার প্রতিরোধী এবং রক্তে সুগারের পরিমাণ কমায়ে ফলে ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ গুণাবলি সম্পন্ন এ উদ্ভিদটি সচেতনতার অভাবে দিন দিন কমে যাচ্ছে। উদ্ভিদটির ভেষজ গুণাবলি এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। বনায়নের আওতায় এনে সিন্দুরির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শিল্পে এর যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

উৎসঃ গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ

ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি কোর্সের ছাত্রদের বিএফআরআই পরিদর্শন

ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি শিক্ষাক্রমের ৪র্থ পর্বের ৩৭ জন ছাত্র মাঠ পর্যায়ে বাস্তব জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখ বিএফআরআই এর বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে কাঠ যোজনা বিভাগ, কাঠ সংরক্ষণ বিভাগ, কাঠ শুষ্ককরণ ও শক্তি নিরূপণ বিভাগ, কাঠ কারিগরি ও প্রকৌশল বিভাগ, মন্ড ও কাগজ বিভাগ এবং বন রসায়ন বিভাগ পরিদর্শন করেন।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়....



ডিগ্রামা ইন ফরেন্সি কোর্সের ছাত্রদের কাঠ যোজনা বিভাগের ল্যাব পরিদর্শন

“নদী ও জীবনের সন্ধানে” প্রকল্পের কাজে বিএফআরআই এর অংশগ্রহণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) Programme এর অধীনে “নদী ও জীবনের সন্ধানে” শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের কাজে ০৩ ডিসেম্বর ২০১৫ হতে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণা সহকারী জনাব হৈয়দুল আলম অংশগ্রহণ করেন। তিনি উদ্ভিদ জরিপ দলের সদস্য হিসেবে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে উদ্ভিদ জরিপ ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। উক্ত পাইলট প্রকল্পের টিম লিডার ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) জনাব কবির বিন আনোয়ার। তাঁর নেতৃত্বে ৬টি গবেষণা টিম কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে কাণ্ডাই বাঁধ পর্যন্ত জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।



শুভলং এ অভিযাত্রার শুভ উদ্বোধন



উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহের অভিযান

ভারত থেকে আগত ঠেকা নদীর মুখে কুপবান রিজার্ভ ফরেস্ট, ছোট হরিণার জাইংগা ছড়া, তাংজাইংগা ছড়া, ভূষণ ছড়ার ধন্দ ছড়া রিজার্ভ ফরেস্ট, বরকলের রিজার্ভ ফরেস্ট, আইমা ছড়া, পিচ্ছি ছড়া, তন্দ্রার ছড়া, বেগেনাছড়া রিজার্ভ ফরেস্ট, শুভলং এর বাঘাইছড়া রিজার্ভ ফরেস্ট, ভিজেকিজিং রিজার্ভ ফরেস্ট, মগবান, বালুখালী, কাণ্ডাই জাতীয় উদ্যান, সীতা পাহাড়, রাম পাহাড় ও শেখ রাসেল এভিয়ারী পার্ক এলাকা হতে মোট ৪০৬ টি উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া ১৫৬টি দুর্লভ ঔষধি উদ্ভিদ শনাক্তকরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক বোটানিক্যাল কনফারেন্স-২০১৫

বিএফআরআই এর কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক বোটানিক্যাল কনফারেন্স গত ৪-৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রি. তারিখ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “Plant Sciences: Challenges and Opportunities”। বিএফআরআই এর বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তাসহ ১১ জন গবেষক উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। এই ধরনের নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে দেশকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে পরিবর্তিত জলবায়ুতে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে আরো বেগবান করার জন্য আহ্বান জানান। এছাড়া অন্যান্য বক্তাগণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।



অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কনফারেন্সে বিএফআরআই এর গবেষকদের ০৭টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সার সংক্ষেপ প্রকাশিত হয়। সময় স্বল্পতার কারণে বিএফআরআই হতে মোট ০৪টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করার সুযোগ প্রদান করা হয়। ‘Regeneration Potentials of Native Tree Species in Moulvibazar Natural Forests of Sylhet

৭ম পৃষ্ঠায়....

Forest Division' উপস্থাপন করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা, ড. রফিকুল হায়দার, 'In Vitro Plant Regeneration from Shoot Tip Explants of Rubber (*Hevea brasiliensis* Muel.Arg) an Important Industrial Crop' উপস্থাপন করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা, ড. মাহবুবুর রহমান, 'Vegetation and Disease Situation of Passur (*Xylocarpus mekongensis*) Tree in the Sundarbans in Relation to the Climatic and Environment Factors' উপস্থাপন করেন সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, ড. আ.স.ম. হেলাল সিদ্দিকী এবং 'Buddha Bihar (Kiyang) Based Tree Biodiversity Conservation in Rangamati Hill District: A Unique Model for Local Level Biodiversity Conservation' উপস্থাপন করেন রিসার্চ অফিসার, জনাব অসীম কুমার পাল।

হাতীবান্ধায় “কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি” বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ড. খুরশীদ আকতার, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে “রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগে কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি” বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ০৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা



হাতীবান্ধায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

উপজেলার গোতামারি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে গোতামারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো. আব্দুল জলিল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মো.সাবু মিয়া উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সামসুল আলম, রপ্তানিকারক, প্রস্ট এন্ড ক্রাফট, লালমনিরহাট। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কাঠমিস্ত্রি, বাঁশচাষী, বাঁশের পণ্য তৈরির কারিগরসহ ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগে আসবাবপত্র ও গৃহনির্মাণ সামগ্রীর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি ও সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন এবং উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্রতা দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রিসার্চ অফিসার

জনাব আবদুস সালাম রাসায়নিক সংরক্ষণী দ্রবণ তৈরির কৌশল ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ১০% সিসিবি দ্রবণ তৈরির প্রক্রিয়া হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। জন প্রতিনিধি জনাব মো. আব্দুল জলিলের মতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে এলাকার লোকজনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানিকারক আশা প্রকাশ করেন সংরক্ষণী প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বাঁশের পণ্যের (শলা বা কাইম, টেংরা বেড়া, তর্জার বেড়া, চাটাই, বেড়া ইত্যাদি) ব্যবহারিক আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে।

১৬ তম এশিয়ান কেমিক্যাল কংগ্রেস এ বিএফআরআই এর কর্মকর্তার অংশগ্রহণ

১৬-১৯ মার্চ ২০১৬ খ্রি. ঢাকায় ১৬ তম এশিয়ান কেমিক্যাল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস-এ জাপান, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, নেপাল, থাইল্যান্ড ছাড়াও জার্মানী, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীগণ অংশগ্রহণ করেন। এটি একটি আন্তর্জাতিক কেমিক্যাল কংগ্রেস যা প্রতি দুই বছর পর পর Federation of Asian Chemical Society (FACS) এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের আয়োজক সংস্থা ছিল Bangladesh Chemical Society (BCS)। উক্ত কেমিক্যাল কংগ্রেসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল Chemistry for Humanity। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম হতে বন রসায়ন বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন অংশগ্রহণ করেন এবং একটি পোস্টার পেপার উপস্থাপন করেন। কনফারেন্সে তাঁর একটি আর্টিকেল “PVP Protected Intact Au₂₄ Clusters Synthesized by Micro fluidic Method” প্রকাশিত হয় যেখানে তিনি Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight (MALDI-TOF) mass spectrometry এর সাহায্যে micro fluidic-borohydride পদ্ধতিতে তৈরি করা Au₂₄ cluster প্রথমবারের ন্যায় শনাক্ত করেছেন। Nano-science and Cluster chemistry গবেষণায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তিনি উক্ত কাজটি Catalysis Research Institute (CRI), Hokkaido University, Japan এবং বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম এর সহযোগিতায় সম্পাদন করেন।

মার্চ-এপ্রিল (ফাল্গুন-চৈত্র) বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত সময়

বাঁশ এক প্রকার কাঠল-ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটি মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৩২ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। ইহা “গরিবের কাঠ” হিসেবে

৮ম পৃষ্ঠায়....

পরিচিত এবং অর্থনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা করলে অধিক পরিমাণে বাঁশ উৎপাদন সম্ভব।

বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনাঃ

ময়লা-আবর্জনা, পাতা, খড়কুটো, পচা বা রোগাক্রান্ত বাঁশ, কঞ্চি, কোঁড়ল ঝাড় থেকে নিয়মিতভাবে অপসারণ করতঃ বাঁশঝাড়



বাঁশঝাড় পরিষ্কার ও পুরাতন মোথা উঠানো মাটি ও গোবর সারের মিশ্রণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। চারা, কঞ্চিকলম বা মুখা মাটিতে লাগানোর পর প্রথম ১-২ বছর চিকন ও সরু বাঁশ গজায়, যা মরে গিয়ে ঝাড়ে গাদাগাদি করে থাকে। গাদাগাদি করে থাকা চিকন ও মরা বাঁশ অপসারণ করতে হবে। প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হালকা নিয়ন্ত্রিত আগুন দিয়ে ঝাড় এলাকার আবর্জনা ও শুকনো পাতা পুড়িয়ে দিতে হবে। এতে ঝাড়ে অনুকূল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হবে যা প্রচুর নতুন কোঁড়ল মাটি থেকে বের হয়ে স্বাস্থ্যবান ঝাড় সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাঁশের কোঁড়ল গজায়। তাই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ঝাড়ে নতুন মাটি দেওয়া প্রয়োজন। এতে কোঁড়ল দ্রুত বেড়ে উঠবে ও সুস্থ সবল বাঁশ পাওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত বা পুরাতন ঝাড়ের মাটি কখনো ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে সুস্থ বাঁশ ঝাড়ে রোগ ছড়ানোর আশংকা থাকে। তিন বছর বয়সের (মাঝারি আকারের) ঝাড়ের গোড়ায় প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ১০০-১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, সমপরিমাণ টিএসপি ও ৫০-৬০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতঃ বৃষ্টি না হলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

বাঁশ কাটার নিয়মাবলীঃ

- বাঁশে কঞ্চি বেশি থাকলে, গোড়ার দিকের কঞ্চিগুলো আগে কেটে ফেললে কাটা বাঁশ টেনে বের করা সহজ হয়।

- ঝাড় থেকে তিন বছর বয়সের বাঁশ কাটা উচিত। একটি ঝাড়ে ১০টি বয়স্ক বাঁশ থাকলে ৫-৬ টি বাঁশ কাটা যাবে।
- বাঁশ গজানোর মৌসুমে (জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ) কখনও বাঁশ কাটা উচিত নয়। এতে কাটার সময় সদ্যজাত বাঁশের কোঁড়ল ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা থাকে। কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাঁশ কাটার উপযুক্ত সময়।
- ঝাড়ে ফুল ও বীজ হলে ঝাড়ের বাঁশ কাটা উচিত নয়। বাঁশে ফুল হলে ঝাড়ের সব বাঁশ মরে যায়। পাকা বীজ থেকে বাঁশের চারা তৈরী করে নতুন বাঁশ বাগান করা যায়। তাই বীজ সংগ্রহের পরে বাঁশ কেটে ফেলতে হবে।

উৎসঃ সিলভিকালচার জেনিটিক্স বিভাগ

বিএফআরআই এর একটি গবেষণা প্রবন্ধ ভারতের “Kamta Prasad Sagreiya” পুরস্কারে ভূষিত

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক মো. মতিয়ার রহমান, মো. জাহাঙ্গীর আলম, এম. জহিরুল আলম ও এস. পি. পাল কর্তৃক প্রণীত “Carbon content of twelve mangrove forest tree species in the Sundarbans, Bangladesh” শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি Society of Tropical Forestry Scientists কর্তৃক প্রদত্ত “Kamta Prasad Sagreiya” পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটি Journal of Tropical Forestry এর Vol. 30(IV), 2014 সংখ্যায় বেস্ট পেপার হিসেবে নির্বাচিত হয়।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা: ড. শাহীন আক্তার	- পরিচালক	ড. খুরশীদ আকতার	- উপদেষ্টা	ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দিন	- উপদেষ্টা
মো. জাহাঙ্গীর আলম	- আহবায়ক	মো. রওশন আলী	- সদস্য-সচিব	ড. মো. আহসানুর রহমান	- সদস্য
মো. মতিয়ার রহমান	- সদস্য	অসীম কুমার পাল	- সদস্য	মো. জহিরুল আলম	- সদস্য



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

বোলশহর, চট্টগ্রাম।

E-mail: editorbfrinewsletter@gmail.com, web: www.bfri.gov.bd

ফোন : ০৩১-৬৮১৫৭৭, ২৫৮০৩৮৭, ২৫৮০৩৮৮

